

241709 - কুরআনে কারীম তলোওয়াত করার সময় কভিবে আমরা অনুভূতটি আনতে পারি যি, আল্লাহ আমাদরেকে সম্বোধন করছেন?

প্রশ্ন

আলমেগণ বলেন: কুরআনে কারীম তলোওয়াত করার সময় ব্যক্তি যি এ অনুভূত লালন করে যি, প্রত্যেকে আয়াতে আল্লাহ তাকে সম্বোধন করছেন। কিন্তু, শাইখ! আল্লাহ যখন কাফরে, মুশরকি, মথিযাবাদী ও অন্যদেরকে সম্বোধন করছেন তখন আমি কভিবে অনুভব করতে পারি যি, আল্লাহ আমাকেই সম্বোধন করছেন; অথচ আমি তি— মুসলিম ও আখরিতে বশিবাসী মুমনি। বারাকাল্লাহু ফকিম।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কুরআনে মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে সম্বোধন করছেন সে অনুভূতি অর্জিত হবে কুরআন তলোওয়াতের সময় চুপ থাকা, গভীর চিন্তাভাবনা (তাদাব্বুর) করা ও উত্তম আমলে মাধ্যমে। যহেতে একজন মুসলিম এ ঈমান রাখে যি, কুরআনে মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদেরকেই সম্বোধন করেন: তিনি তাদেরকে নরিদশে দনে, নযিধে করেন। কখনও বশিষে কোন গোষ্ঠীকে নরিদশিট করে সম্বোধন করেন; আর কখনও সাধারণভাবে সম্বোধন করেন।

যখন আল্লাহ মুমনিদেরকে নরিদশিট করে সম্বোধন করেন তখন একজন মুসলিম এ সম্বোধনটিকে স্মরণে আনবে এবং বলবে: আমরা শুনলাম এবং মানলাম। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: "যখন আপনি শুনবেন আল্লাহ তাআলা বলছেন: 'হে যারা ঈমান এনছে' তখন আপনি কান খাড়া রাখুন। কারণ আল্লাহ হয়তো কোন ভাল কাজের নরিদশে দবিনে কথিবা কোন মন্দ কাজ থেকে বারণ করবেন।" [তাফসরি ইবনে কাছরি (১/৩৭৪)]

যখন আল্লাহ সকল মানুষকে লক্ষ্য করে সম্বোধন করেন তখনও স্মরণ করবে যি আল্লাহ তাকে সম্বোধন করছেন: যদি সটো কোন আদেশে হয় তাহলে সটো পালন করবে, যদি কোন নযিধে হয় তাহলে সটো থেকে বরিত থাকবে, যদি কোন উপদশে হয় তাহলে উপদশে মোতাবেক আমল করবে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

গোটা কুরআনের ক্ষেত্রেই বান্দা এ অনুভূতি লালন করবে যে, আল্লাহ্ তাকে সম্বোধন করছেন। তবে কুরআনের যে অংশ তলোওয়াত করা হচ্ছে সে অংশ মোতাবেক এ অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন হবে:

যখন কোন আনুগত্যের কথা উল্লেখ করা হবে তখন স্মরণে আনবে যে, আল্লাহ্ তাকে এ আনুগত্য করার নরিদশেসূচক সম্বোধন করছেন। যখন কোন পাপের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণ করবে যে, আল্লাহ্ তাকে এ গুনাহ থেকে বঁচাে থাকার নযিধোজ্ঞেসূচক সম্বোধন করছেন। যখন ঈমানদারদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণ করবে যে, আল্লাহ্ তাদের সাথে মতিরতা রাখা ও ভালবাসা পোষণ করার সম্বোধন করছেন। যখন কুফর ও নযিক ওয়ালাদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণ করবে যে, আল্লাহ্ তাদের সাথে শত্রুতা রাখা ও ঘৃণা করার ব্যাপারে সম্বোধন করছেন।

যখন শয়তানের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণে আনবে যে, শয়তানের শত্রুতা ও বরিদ্ধাচারণ করা, তার অনুসরণ না করা এবং আল্লাহর আনুগত্য মোতাবেক আমল করার ব্যাপারে সম্বোধন হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে দইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না, সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু? আর (বলে দইনি যে,) আমারই ইবাদত করবে? এটাই তো সরল পথ।" [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬০-৬১]

যখন সত্য ও সত্যবাদীদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণে আনবে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সম্বোধন করছেন।

যখন মথিয়া ও মথিযাবাদীদের উল্লেখ আসবে তখন স্মরণে আনবে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য সম্বোধন করছেন।

ইমাম আবু বকর আল-আজুররি (রহঃ) বলেন:

এরপর আল্লাহ্ তাআলা তার মাখলুককে কুরআন অনুধাবন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি বলেন: "তবে কিতারা কুরআন অনুধাবন করে না; নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো আছে?" [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪]

তিনি আরও বলেন: "তবে কিতারা কুরআন অনুধাবন করবে না? এই কুরআন যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেকে বৈরীত্ব দেখতে পতে।" [সূরা নসি, আয়াত: ৮২]

মুহাম্মদ বনি হুসাইন (তিনিই আজুররি) বলেন: আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন! আপনারা কি দেখেছেন না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর বাণী অনুধাবন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। যে ব্যক্তি তাঁর বাণী অনুধাবন করে সে রব্বকে চিনতে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পারবে, তাঁর মহা কৃপামতা ও শক্তি জানতে পারবে, ঈমানদারদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অবগত হতে পারবে, জানতে পারবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যা কিছু ফরয করছেন; তখন ওয়াজবি পালন করাকে সবে নজিরে উপর অবধারণ করে নিয়ে এবং তার মহান মনবি যা কিছু থেকে থেকে সতর্ক করছেন সেটা থেকে সতর্ক হয় এবং যা কিছুর প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছেন সেগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়।

নজি কুরআন তলোওয়াত করার সময় কথিবা অন্যরে তলোওয়াত শ্রবণ করার সময় যে ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে তার জন্য কুরআন নরিময়ক। সে ব্যক্তির সম্পদ না থাকলেও সে ধনী। আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও সে শক্তমিন। যখন অন্যরো নরিজনতা অনুভব করে তখন সে তা অনুভব করে না। সে যখন কোন সূরা পড়া শুরু করে তখন তার লক্ষ্য থাকে কখন আমি যা তলোওয়াত করছি সেটা থেকে নসীহত গ্রহণ করতে পারব? তার উদ্দেশ্য এটা থাকে না যে কখন আমি সূরাটি শেষ করতে পারব? তার উদ্দেশ্য থাকে কখন আমি আল্লাহর ভাষ্য উপলব্ধি করতে পারব? কখন আমি (নিষিধে) থেকে বরিত হবে? কখন আমি শিক্ষা গ্রহণ করব? কেননা তার কুরআন তলোওয়াত হচ্ছে- ইবাদত। গাফলত নিয়ে কোন ইবাদত হয় না। আল্লাহই তাওফিকদাতা। ["আখলাকু হামালাতলি কুরআন", পৃষ্ঠা-৩]

অতএব, আল্লাহর কতিব তলোওয়াতকারীর অবস্থা এমনই হোক।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞঃ।